পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এর নীতিমালা

পরিকল্পনা শাখা-১
বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ১৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৪০২/৩১শে মে ১৯৯৫

নং- পবম/পরি-১/ফসেমা/কারি-৩/৯৪ (অংশ-৩)/১০৯-সরকার কর্তৃক অনুমোদিত জাতীয় বন নীতি, ১৯৯৪ (সংশোধিত সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হইল।

কারার মাহমুদুল হাসান
উপ-সচিব (উন্নয়ন)

জাতীয় বননীতি, ১৯৯৪ (সংশোধিত)

স্বাধীনতার পর ১৯৭৯ ইং সালে ৮ই জুলাই তারিখে বাংলাদেশ সরকার সর্বপ্রথম জাতীয় বননীতি প্রণয়ন করে। কিন্তু ইতিমধ্যে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক কারণে দেশের বন সম্পদের অস্বাভাবিক ও দ্রুত অবক্ষয়ের প্রেক্ষাপটে পরিবেশের অবনতিসহ বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক ও অনাকাংখিত প্রতিকূলতা মোকাবিলার লক্ষ্যে উক্ত বননীতি সংশোধনপূর্বক ইহাকে যুগপোযোগী করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। এ প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে সরকার বিশ বছর মেয়াদী ''"বন মহাপরিকল্পনা" প্রণয়নের কাজ শুরু করে যাহার খসড়া দলিল সম্প্রতি প্রস্তুত করা হইয়াছে।

উল্লিখিত খসড়া "বন মহাপরিকল্পনায়" বনখাতে বর্তমান বিরাজমান সার্বিক পরিস্থিতির আলোকে জাতীয় বননীতি ১৯৭৯ পুংখানুপুংখভাবে পরীক্ষা ও পর্যালোচনা করিয়া ইহাকে যুগের চাহিদার আলোকে সংশোধন করার প্রস্তাব/পরামর্শ প্রদান করা হয়। উক্ত প্রস্তাব তথা পরামর্শের আলোকে বননীতি, ১৯৭৯ সংশোধনপূর্বক 'জাতীয় বননীতি, ১৯৯৪' প্রণয়ন করা হইয়াছে

এই বননীতি ১৯৯৪ প্রণয়নের প্রক্রিয়ায় নিম্নে বর্ণিত বিষয়াদি বিশেষভাবে বিবেচনায় আনা হইয়াছে, যথা ঃ-

(ক) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত জনকল্যাণের মূলনীতিসমূহ;
(খ) পরিবেশসহ দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বনখাতের বিশেষ ও সুদূরপ্রসারী ভূমিকা;
(গ) কৃষি, শিল্প কুটির শিল্প ও অন্যান্য খাতের উন্নয়নে জাতীয় নীতিসমূহ; এবং
(ঘ) বনায়ন ও পরিবেশ উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও বনভেনশনে গৃহীত সিদ্ধান্ত ও সুপারিশসমূহের আলোকে (যেগুলিতে বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করিয়াছে কিংবা যে সিদ্ধান্ত/সুপারিশসমূহের ব্যাপারে বাংলাদেশ একাত্মতা প্রকাশ করিয়াছে), বিশেষতঃ ১৯৯২ সালে ব্রাজিলে অনুষ্ঠিত ধরিত্রী সম্মেলন-এ এজেন্ডা নং- ২১ এর সংশ্লিষ্ট অংশে বনায়ন তথা পরিবেশ উন্নয়ন বিষয়ে গৃহীতব্য কার্যক্রমসমূহ;

দেশের জলবায়ু ও প্রাকৃতিক অবস্থা সংরক্ষণে এবং সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে বনখাতে সুদুরপ্রসারী এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা স্বীকৃতিক্রমে,

বন, মাটি এবং এতদসংক্রান্ত প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ সংরক্ষণ করিয়া নদী নালার বাঁধসহ উপকূলীয় অঞ্চলে ব্যাপক ও পরিকল্পিতভাবে ইক্ষু রোপণ, পরিচর্যা ও সংরক্ষণপূর্বক ঝড়, সাইক্লোন টর্নেডো ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের প্রচন্ড গতি হ্রাস করিয়া বায়ু ও পানি ইত্যাদি দূষিতকরণের কার্যকারিতা নষ্ট করিয়া এবং জীবমন্ডলে পরিবেশগত সমতা রক্ষা করিয়া তাহা

DOWNLOADED FROM
Poribesh.com

উপলদ্ধিক্রমে,

বন,কাঠ ও জ্বালানী উপকরণ উৎপাদন করা ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের ফলমূল জাতীয় খাদ্য, পশুখাদ্য, তৈল বীজ, মসল্লা, আঁশ, রাবার, ঔষধ জাতীয় দ্রব্যাদি ও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অন্যান্য পণ্যাদি উৎপন্ন করিয়া তাহা বিবেচনাক্রমে,

প্রচলিত বনায়ন কর্মকান্ডের পাশাপাশি সমাজের দরিদ্র ও আগ্রহী জনগোষ্ঠীকে অংশীদারিত্ব (ঝযধৎব-গধপযধহরংস) ও মুনাফা প্রদানের ভিত্তিতে সারাদেশব্যাপী সামাজিক বনায়ন (ঝড়পরধষ ঋড়ৎবংঃৎু) ও কৃষিবন (অমৎড় ঋড়ৎবংঃৎু) সৃজনে সম্পৃক্ত করিয়া সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে ব্যাপক বনসৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা, বন বিদ্যায় আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পরিচালনা কলাকৌশল প্রয়োগ এবং বন্যপ্রাণী, পশুপাখী ও বন্যজীবের নিরাপদ আশ্রয়স্থল স্থাপন ও সংরক্ষণের ক্রমবর্ধনশীল প্রয়োজনীয়তা বিবেচনাক্রমে পরিবেশ ও প্রতিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার্থে এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণের পূর্বশর্ত হিসাবে যে কোন দেশের ভূখন্ডের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বনাঞ্চল পরিবৃত্ত থাকা প্রয়োজন, এই স্বীকৃত সত্য অনুধাবন করিয়া এবং সর্বোপরি,

দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার স্বার্থে দেশের সর্বস্তরের জনগণকে বিভিন্নভাবে উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে কার্যকরীভাবে সম্পৃক্ত করিয়া বনায়ন, বৃক্ষ রোপণ, বন নার্সারী স্থাপন ও উন্নয়ন, পরিচর্যা ও সংরক্ষণের জন্য বর্তমান 'বননীতি ১৯৭৯' সংশোধনপূর্বক 'জাতীয় বননীতি ১৯৯৪' হিসাবে সরকার নিম্নলিখিত বিষয়ে ব্যবস্থাদি অবলম্বনের ইচছা করিয়াছেনঃ

(ক) বনখাতের উন্নয়নের পূর্বশর্তসমূহ
(খ) জাতীয় বননীতির উদ্দেশ্যসমূহ
(গ) জাতীয় বননীতির ঘোষণাসমূহ,

উল্লিখিত তিনটি শিরোনামে বিভক্ত বননীতি ১৯৯৪ (সংশোধিত) এর মূল বিষয়গুলি হইবে নিম্নরূপঃ-

বনখাতের উন্নয়নের পূর্বশর্তসমূহঃ

১। বনখাত হইতে এমন বেশ কিছু পণ্য সামগ্রী ও সেবা পাওয়া যায় যাহা জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য অত্যাবশ্যক। বাড়ীঘর, নৌকা ইত্যাদি তৈরির জন্য কাঠ, রান্নাবান্না কাজের জন্য জ্বালানীকাঠ, গবাদি পশুর খাদ্য, স্বাস্থ্য পরিচর্যার জন্য ঔষধি জাতীয় লতাপাতা, গুল্ম ও ফলমুল এবং মৃত্তিকা আবরণী, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র সংরক্ষণের জন্য সেবা সহযোগিতা ইত্যাদি মৌলিক চাহিদা পূরণ করা হইবে।

২। বনখাতের উন্নয়নের সুফলসমূহ জনগণের মধ্যে সুষমভাবে বন্টন করিতে হইবে এবং বিশেষ করিয়া যাহাদের জীবন-জীবিকা বৃক্ষ বন ও বনভূমির উপর নির্ভরশীল, তাহাদেরকে এ খাতের উপকার ও সুফল প্রদানের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হইবে।

৩। বন খাতের উন্নয়নে বনায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে মহিলাসহ জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা হইবে এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় বৃক্ষচাষী বন ব্যবহারকারী এবং যাহাদের জীবিকা বন ও বনভূমির উপর নির্ভরশীল তাহাদের মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ করা হইবে।

৪। বনায়ন একটি দীর্ঘমেয়াদী কর্মকান্ড বিধায় বন খাতের উন্নয়নে সরকারের দীর্ঘস্থায়ী রাজনৈতিক অংগীকার অব্যাহত থাকিবে।

৫। বনজ এবং বৃক্ষ সম্পদের সুষ্ঠু ও সার্বিক ব্যবস্থাপনা উল্লিখিত সম্পদের উৎপাদন ক্ষমতাকে

DOWNLOADED FROM
Poribesh.com

সংরক্ষণপূর্বক ইহার সদ্ব্যবহার এবং জৈব পরিবেশ ও জীব বৈচিত্র সংরক্ষণ নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হইবে, যাহাতে এই সম্পদ গ্রমীণ ও জাতীয় উন্নয়নে ফলপ্রসু অবদান রাখিতে পারে।

জাতীয় বননীতির উদ্দেশ্যসমূহঃ

(১) বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জনগণের মৌলিক চাহিদামমূহ পূরণের জন্য এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যক্রমে বৃক্ষ ও বনের সার্বিক ভূমিকা আরও কার্যকরীভাবে সফল করার লক্ষ্যে বিভিন্ন বনায়ন কর্মসূচির মাধ্যমে বন ও বৃক্ষ আচছাদিত ভূমি এলাকার আয়তন বিশ ভাগে উন্নীতকরণের ব্যবস্থা নেওয়া হইবে। পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন খালি জায়গা, কৃষি ফসল উৎপাদনের অনুপযুক্ত পতিত ও প্রান্তিক ভূমি এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বনহীন এলাকায় সরকারি বনায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হইবে। সেই সংগে ব্যক্তিমালিকানাধীন ভূমিতে বনায়ন কার্যক্রমকেও উৎসাহিত করাসহ বনজ ফসল উৎপাদন সংশ্লিষ্ট সেবাসমূহের অব্যাহত সরবরাহ নিশ্চিতকরণের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হইবে,

(২) দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, গ্রামীণ ও জাতীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করিয়া দরিদ্র্য বিমোচন এবং বৃক্ষ ও বন ভিত্তিক পল্লী উন্নয়ন ক্ষেত্র আরও সম্প্রসারিত ও সুসংহত করা হইবে,

(৩) পশুপাখির বিদ্যমান প্রাকৃতিক বিচরণ ক্ষেত্র ও আবসস্থলসমূহ পরিকল্পিতভাবে সংরক্ষণপূর্বক পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা এবং বর্তমানে বিরাজমান বনভূমির জীববৈচিত্র পুনঃ সমৃদ্ধ করা হইবে,

(৪) বন উন্নয়নের সংগে যুক্ত অন্যান্য খাতকে সহায়তাদান, বিশেষ করিয়া মাটি ও পানি সম্পদ সংরক্ষণ এবং কৃষি বনায়নের মাধ্যমে কৃষি খাতকে শক্তিশালী করা হইবে,

(৫) ভূ-মন্ডলের তাপ বৃদ্ধি মরুকরণ, বন্যপ্রাণীর ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণে আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার এবং সরকার কর্তৃক অনুমোদিত পরিবেশ ও বন সম্পর্কীয় অন্যান্য সকল আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ বাস্তবায়নে জাতীয় দায়-দায়িত্ব পালন করা হইবে,

(৬) বনাঞ্চলে অবৈধ দখলকারী, গাছ চুরি, অবৈধভাবে বন্য-জীবজন্তু শিকার করা, অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে স্থানীয় জনসাধারণের সহযোগিতায় উন্নয়ন কর্মকান্ডের মাধ্যমে রোধ করা হইবে;

(৭) প্রক্রিয়াজাতকরণের সকল পর্যায়ে বনজ দ্রব্যাদির কার্যকর সদ্ব্যবহার উৎসাহিত করা হইবে;

(৮) রাষ্টীয় এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন, দুই ধরনের বনায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদান করা হইবে;

জাতীয় বননীতি ঘোষণাসমূহ ঃ

১। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং বনজদ্রব্যের বিষয়ে স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের সমন্বিত প্রচেষ্টায় এবং জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণের মাধ্যমে বনায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের গতি ত্বরান্বিত করিয়া ২০১৫ সালের মধ্যে দেশের মোট ভূমির শতকরা বিশভাগ সরকারি ও বেসরকারি বনায়নের আওতায় আনার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হইবে;

২। দেশের সংরক্ষিত বনভূমির পরিমাণ অত্যন্ত সীমিত বিধায় সংরক্ষিত বনভূমির বাহিরে গ্রামীণ এলাকায়, উপকূলবর্তী অঞ্চলে জাগিয়া উঠা নূতন চরভূমিতে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের অশ্রেণীভুক্ত বৃক্ষহীন বনাঞ্চলে ব্যাপক বনায়ন কার্যক্রম গ্রহণের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হইবে;

৩। গ্রামীণ এলাকায় ব্যক্তিলিকানাধীন পতিত ও প্রান্তিক ভূমিতে, পুকুর পারে এবং গৃহাংগনে বৃক্ষায়ন ও বনায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে ব্যক্তি উদ্যোগকে উৎসাহিত করা হইবে। ব্যক্তিমালিকানাধীন পতিত ও প্রান্তিক ভূমিতে এবং

DOWNLOADED FROM
Poribesh.com

কৃষি খামারে কৃষি বন পদ্ধতির প্রচলনে কারিগরী ও অন্যান্য সহযোগিতা প্রদানে প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হইবে। কৃষি বন পদ্ধতির প্রচলন প্রক্রিয়ায় সরকারি এবং বেসরকারি পতিত বন ভূমিতে গবাদি পশুর খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঘাস এবং লতা গুল্মের উৎপাদন যাহাতে ব্যাহত না হয় সেইদিকে লক্ষ্য রাখা হইবে।

৪। গ্রামীণ প্রতিষ্ঠাসমূহ যথা- ইউনিয়ন পরিষদ, স্কুল, ঈদগাহ, মসজিদ-মক্তব, মন্দির, ক্লাব এতিমখানা, মাদ্রাসা, ইত্যাদির প্রাংগনে এবং আশাপাশে খালি জায়গায় বৃক্ষায়ন কার্যক্রমের উদ্যোগ গ্রহণ করা হইবে। সরকার এই ধরনের উদ্যোগকে সর্বতোভাবে উৎসাহিত করিবে এবং সেই সংগে কারিগরী ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান করিবে;

৫। সরকারি মালিকানাধীন প্রান্তিক ভূমি যথা- সড়ক, রেলপথ ও সকল প্রকারের বাঁধের উভয় পার্শ্বে সরকারি উদ্যোগে এবং স্থানীয় জনগণের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ও বেসরকারি সংস্থার অংশ গ্রহণের মাধ্যমে ব্যাপক বনায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হইবে;

৬। জনবহুল শহর এলাকার পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখিবার উদ্দেশ্যে দেশের প্রতিটি পৌর-এলাকায় সরকারি উদ্যোগে বিশেষ বনায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হইবে। পৌর কর্তৃপক্ষ, শহর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষ এই কর্মসূচি বাস্তবায়নে সর্বাত্মক কার্যক্রম গ্রহণ করিবে, পরিকল্পিত আবাসিক এলাকাসমূহের পরিকল্পনাকালে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি বনায়ের/বৃক্ষায়নের জন্য ব্যবস্থা নিশ্চিত রাখার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হইবে;

৭। রাংগামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলার অশ্রেণীভুক্ত বনাঞ্চলে বৃক্ষহীন পাহাড়ী এলাকায় সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে ব্যাপক বনায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হইবে। এই বনায়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নে ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতায় সংশ্লিষ্ট ভূমির মালিকানা সংরক্ষিত রাখিয়া স্থানীয় সরকারের সহায়তায় ঝুমিয়াদের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে অংশ গ্রহণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা থাকিবে।

৮। মাটি ও পানি সম্পদ সংরক্ষণ ও জীববৈচিত্র রক্ষা ও উন্নয়নের নিমিত্তে সরকারি মালিকানাধীন, সংরক্ষিত প্রাকৃতিক বনের অন্তর্গত দেশের অভ্যন্তরে পার্বত্য জেলাসমূহ নদীর উৎস্য-মুখ এবং প্রাণীকুল ও উদ্ভিদকুলের প্রতিনিধিত্বকারী অঞ্চলসমূহ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অভয়ারণ্য জাতীয় পার্ক এবং প্রাকৃতিক সংরক্ষণ এলাকা হিসাবে ঘোষণা করিয়া সুরক্ষিত করা হইবে। ২০১৫ সালের মধ্যে এইরূপ সুরক্ষিত বনাঞ্চলের পরিমাণ সংরক্ষিত বনভূমির শতকরা ১০ ভাগে উন্নীত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হইবে;

৯। বন, পানি, মাছ ও বন্যপ্রাণী সম্বলিত সুন্দরবনের বিশেষ ধরনের জীব পরিবেশ অক্ষুন্ন রাখিয়া সমন্বিত সম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এইসবের বহুবিধ ব্যবহার নিশ্চিত করা হইবে;

১০। পাহাড়ী বন ও শাল বন অঞ্চলে সরকারি মালিকানা- ধীন সংরক্ষিত বনভূমির মাটি ও পানি সম্পদ সংরক্ষণ ও জীববৈচিত্র রক্ষার জন্য নির্ধারিত এলাকা বাদে প্রাকৃতিক বন ও ইতিপূর্বে সৃষ্ট বন বাগানসমূহে প্রাধানতঃ বনজদ্রব্য উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হইবে। পরিবেশগত দিক বিবেচনায় রাখিয়া এই বন এলাকার ব্যবস্থাপনা যথাসম্ভব মুনাফাভিত্তিক ব্যবস্থাধীন পরিচালনা করা হইবে;

১১। সংকটপূর্ণ এলাকা যথা- পাহাড়ের খাড়া ঢাল, নাজুক জলবিভাজিকা, জলাভূমি ইত্যাদি বনাঞ্চলকে চিহ্নিত করিয়া রক্ষিত বন (প্রটেকটেড ফরেষ্ট) হিসাবে সংরক্ষণ করা হইবে;

১২। সরকারি মালিকানাধীন সংরক্ষিত বনভূমির যে সমস্ত এলাকা প্রায় বৃক্ষশূণ্য হইয়া গিয়াছে অথবা অবৈধ বসবাসকারীর দখলে চলিয়া গিয়াছে

DOWNLOADED FROM
Poribesh.com

সেই সমস্ত এলাকা চিহ্নিত করিয়া স্থানীয় জনগণের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বনায়ন করা হইবে। এই বনায়নে কৃষি বন পদ্ধতি (এগ্রো-ফরেষ্ট্রি) অনুসরণে উৎসাহিত করা হইবে এবং এই ব্যাপারে বেসরকারি সংস্থাসমূহের অংশ গ্রহণের সুযোগ থাকিবে।

১৩। বনজ দ্রব্যের আহরণ ও প্রক্রিয়াকরণের সকল ধাপে আধুনিক ও লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে অপচয় হ্রাস করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হইবে।

১৪। বনজ কাঁচামালের কার্যকর সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বন-ভিত্তিক শিল্পসমূহের আধুনিকায়ন করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইবে;

১৫। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বনভিত্তিক শিল্পসমূহকে মুক্ত বাজার অর্থনীতির আওতায় প্রতিযোগিতামূলক মুনাফাভিত্তিক ব্যবস্থাপনায় আনিবার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইবে;

১৬। পল্লী এলাকায় বনজ সম্পদভিত্তিক শমনিবিড় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পকে উৎসাহিত করা হইবে;

১৭। দেশের অভ্যন্তরে বনজদ্রব্যের পরিবহন সংক্রান্ত বিধি ও পদ্ধতি সহজ ও যুগপোযোগী করা হইবে;

১৮। দেশের কাঠের সরবরাহ অপ্রতুল বিধায় কাঠের গুড়ি (খড়ম) রপ্তানী নিষিদ্ধ থাকিবে। তবে প্রক্রিয়াগত কাঠজাত দ্রব্যাদি রপ্তানী করা যাইবে। কাঠ ও কাঠজাত পণ্যের আমদানী নীতি উদার করা হইবে, তবে যে সমস্ত কাঠজাত পণ্যের সরবরাহ দেশে পর্যাপ্ত সেই সমস্ত পণ্যের উপর উপযুক্ত হারে আমদানী শুল্ক আরোপ করা হইবে;

১৯। দেশে বনভূমির অপ্রতুলতার প্রেক্ষিতে সরকারি মালিকানাধীন সংরক্ষিত বনভূমি সরকার প্রধানের অনুমোদন ব্যতীত বনায়ন বহির্ভূত কাজে ব্যবহার করা যাইবে না;

২০। দেশের কতিপয় বনাঞ্চল সংলগ্ন এলাকায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উপজাতীয় মানুষের বসতি আছে কিন্তু তাহাদের ভূমির মালিকানা নির্দ্ধারিত না থাকায় তাহারা যত্রতত্র বনভূমি আবাদ করিয়া থাকেন। ফরেষ্ট সেটেলমেন্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাহাদেরকে নির্দিষ্ট পরিমাণ ভূমির মালিকানা প্রদান করিয়া অবশিষ্ট এলাকা স্থায়ীভাবে বন সংরক্ষণের আওতায় রাখা হইবে;

২১। আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহায়তাসহ বিভিন্ন দাতা সংস্থার আর্থিক সহায়তার আওতায় প্রাপ্ত তহবিল হইতে ব্যক্তিখাতে বনায়ন ও বৃক্ষভিত্তিক পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমকে বর্ধিত হারে কারিগরী আর্থিক সহায়তা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হইবে;

২২। গৃহাংগন ও খামার ভিত্তিক গ্রামীণ বনায়ন এবং অংশীদারিত্ব ভিত্তিক বনায়ন কার্যক্রম মহিলাদের বর্ধিতহারে অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা হইবে;

২৩। বনাঞ্চল ও প্রাকৃতিক পরিবেশের ধারন ক্ষমতা বিবেচনায় রাখিয়া বন ও বন্যপশু সংশ্লিষ্ট পরিবেশ পর্যটন-কার্যক্রম (উপড়ঃড়ঁৎরংস) উৎসাহিত করা হইবে;

২৪। বনায়ন ও বনজ সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবহারে জনমনে তথ্য জনসাধারণেণ মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারী/বেসরকারী গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণা চালনা হইবে;

২৫। বনায়ন কর্মসূচীর আওতায় বন কাঠ জ্বালানী ও অকাষ্ঠ উপকরণের উৎপাদন ছাড়াও ফুলমুলের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে লোকালয়ে ফলের গাছ রোপণের জন্য ব্যাপক উৎসাহ প্রদান করা হইবে;

২৬। বনজ সম্পদ আহরণে দক্ষতা বৃদ্ধির এবং

DOWNLOADED FROM Poribesh.com

প্রযুক্তির আধুনিকীকরণেণ মাধ্যমে অপচয় রোধ করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হইবে;

২৭। জাতীয় বন নীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে নন বিভাগকে শক্তিশালী করা হইবে এবং সামাজিক বনায়ন অধিদপ্তর নামে একটি নতুন অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হইবে;

২৮। বন খাতের উন্নয়ন বন সংশ্লিষ্ট গবেষণা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির শক্তিশালী করা হইবে এবং জাতীয় বননীতির বাস্তবায়নে তাহাদের ভূমিকা সমন্বিত ও জোরদার করা হইবে;

২৯। জাতীয় নন নীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহের সহিত সংগতি রাখিয়া সময়ে সময়ে বন সংক্রান্ত আইন ও বিধি-বিধানসমূহের প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হইবে এবং প্রয়োজনে নতুন আইন ও বিধি জারিকরণের ব্যবস্থা করা হইবে।

□

DOWNLOADED FROM
Poribesh.com